মাসিক
উজ্জীবিত

১৩ সংখ্যা
৩য় বর্ষ

বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য ১৪২৪
মে'১৭

উজ্জীবিত সমন্বয় সভা

গত ৭ মে'১৭ ইং তারিখে কোস্ট ট্রাস্ট ভোলা সদর শাখায় অনুষ্ঠিত হয়েছে উজ্জীবিত মাসিক সমন্বয় সভা। উক্ত সভায় প্রকল্পের সকল প্রোগ্রাম অফিসার ও টেকনিক্যাল অফিসারবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সমন্বয় সভায় মাঠ পর্যায়ে চলমান কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। সভায় কেঁচো সার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়। প্রতি মাসে এক হাজার কেঁজি সার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রায় শাখা ভিত্তিক মাসিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়। মে'১৭ মাসে ভোলা সদর-১০০কেজি, কুকরী মুকরী-৫০ কেজি, চরউমেদ-১০০ কেজি, বোরহানউদ্দিন সদর- ১০০ কেজি, মনপুরা সদর-৫০কেজি ও চরভূতা-৫০ কেজি সার উৎপাদন করে। এসকল সার কৃষকদের হাতে পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে তর্টিনি কেঁচো সার ব্রান্ডে বাজারজাত করা হয়।

অতিদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিনামূল্যে সব্জি বীজ বিতরন

সদস্যদের বসতবাড়িকে উৎপাদনশীল করা এবং পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা পূরণ করতে ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় মে'১৭ মাসে অতি দরিদ্রের মাঝে বিনামূল্যে সব্জি বীজ বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের অধীনে খরিপ-১ মৌসুমের জন্য জেলার ৭ হাজার অতিদরিদ্র পরিবারের মধ্যে পুঁইশাক, মিষ্টি কুমড়া ও কলমী শাকের বীজ বিতরন করা হয়। এর আগে রবি মৌসুমে লালশাক ও লাউ বীজ বিতরন করা হয়। বীজ বিতরনের সময় টেকনিক্যাল অফিসারগন জমি তৈরী করন, বীজ বপন, সেচ দেওয়া, ফসলের আগাছা নিধন, রোগ-বালাই ও পোক-মাকড় দমন সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করেন।

চর কুকরী মুকরীতে সব্জি বীজ বিতরন করছেন কোস্ট কর্মী

কিশোরী ক্লাব : কিশোরীদের পুষ্টি ও প্রজনন সেবা নিশ্চিত করা, স্বাস্থ্য, ও সামাজিক সমস্যা বিষয়ে সচেতন করা এবং এতদসম্পর্কিত মত বিনিময়ের মাধ্যমে কমিউনিটি পর্যায়ে তাদেরকে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য প্রসারক হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রামের ১২-১৮ বছর বয়সী কিশোরীদের নিয়ে কিশোরী ক্লাব গঠন করা হয়েছে। সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ক্লাবের সভায় প্যারামেডক্যাল ও কৃষি বিষয়ক টেকনিক্যাল কর্মীরা স্বাস্থ্য ও আইজিএ বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করে থাকেন। কিশোরীরা গ্রামের সামাজিক মানচিত্রের মাধ্যমে তাদের সেবার স্থান সমুহ- স্কুল, ক্লিনিক, হাট-বাজার, বসতি, রাস্তা, ফসল, সাকো ইত্যাদি চিহ্নিত করে থাকেন। মেঘনা সমিতির সভাপতি কিশোরী সুমি জানান, আমাদের ক্লাবে মেয়েদের বয়সন্ধিকালের সমস্যা, পুষ্টি, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়। আমরা পারস্পারিক আলোচনার মাধ্যমে এর সমাধান খুজার চেষ্টা করি। সুমি আরও বলেন, জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়াতে প্রতি মাসে একটি দেয়াল পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে।

ভোলা সদর শাখার সুখী সমিতির কিশোরী ক্লাবের দেয়াল পত্রিকা।

স্বাস্থ্য ক্যাম্প:

তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া সুবিধাবঞ্চিতদের স্বাস্থ্য সচেতন করা এবং কিশোরী ও গর্ভসম্ভাবনাময়ী মহিলাদের রক্তের গ্রুপ নির্নয় জানিয়ে দেওয়া এবং কমিউনিটি ক্লিনিক সহ স্থানীয় পর্যায়ে সরকারী যে সেবা প্রতিষ্ঠান সমুহ আছে যেমন, স্বাস্থ্য সহকারী, পরিবার পরিকল্পনা সমুহের সাথে পরিচিতি ও সমন্বয় সাধন করা ক্যাম্পের উদ্দেশ্য।

পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, হাত ধোয়া, রোগ প্রতিরোধে টিকা, রান্নার কৌশল, কিশোরীদের বয়সন্ধিকালের পরিবর্তন ও করণীয়, রোগ জীবানু ছড়ানোর মাধ্যম সম্পর্কে অবহিত করা হয় এই ক্যাম্পগুলোর মাধ্যমে।

প্রত্যান্ত অঞ্চল সমুহে সাধারনত নিজ বাড়ীতেই বেশী সন্তান প্রসব হয় এতে করে মা ও নবজাতক শিশু উভয়েই ঝুঁকিতে থাকে। সন্তান প্রসবের সময় অধিক রক্তক্ষরনে মায়ের অনেকাংশে মৃত্যু হয়। রক্তের গ্রুপ না

জানা থাকার কারনে তাৎক্ষনিকভাবে কোন রক্তদাতা পাওয়া যায় না এবং কি ক্লিনিক থেকে কেনা রক্তে বিভিন্ন ধরনের ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মায়ের দুরারোগ্য ব্যাধি হওয়ার আশংকা থাকে। একজন সুস্থ, সক্ষম ও সবল ব্যাক্তি প্রতি তিন মাস অন্তর এক পাউন্ড রক্ত দিতে পারে। বিষয়টি জানা থাকলেও ভয়ে কেউ রক্তদান করতে চায় না। ক্যাম্পে উক্ত বিষয় সুমহ নিয়ে সচেতনতা করা হয়।

কর্মএলাকার সরকারী, বেসরকারী, জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, শিক্ষক, সাধারন জনগন সহ সর্বস্তরে

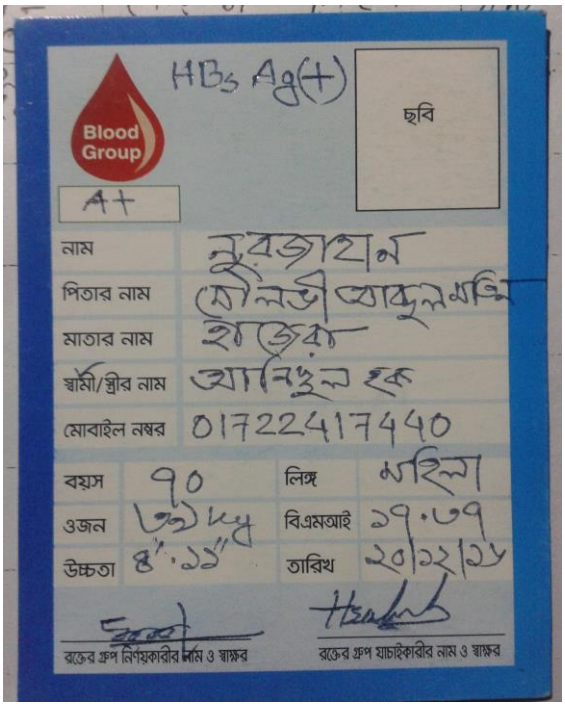

স্বাস্থ্য ক্যাম্পের রক্তের গ্রুপ নির্ণয় ও হেপাটাইটিস পরীক্ষার কার্ড।

উজ্জীবিত প্রকল্পের লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং কাজ গুলো জানানোর মাধ্যমে প্রকল্প পরিচিতি করা হয়।

কাঙ্খিত জনগোষ্ঠী

স্বাস্থ্য সে বা থেকে বঞ্চিত, অপুষ্টি আক্রান্ত, অতিদরিদ্র নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধি, গর্ভবতী, দুগ্ধবতী, এলজিইডি রাস্তামেরামত কাজে নিয়োজিত নারী কর্মী ও কিশোরীদের স্বাস্থ্য সেবা দেওয়া হয়।

সেবা সুমহ

স্বাস্থ্য ক্যাম্পে অগত সকলের রক্তের গ্রুপ, ঐইং অম পরীক্ষা, রক্তের চাপ, উচ্চতা, ওজন, মোয়াক (বাহু পরিমাপ), বিএমই এর মাধ্যমে পুষ্টি ও অপুষ্টি নির্ণয় করা, অপুষ্টি কিংবা মারাত্মক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্তদের উন্নত সরকারী স্বাস্থ্য ক্লিনিকে রেফার করা ও প্রাথমিক চিকিৎসাপত্র প্রদান করা হয়। প্রতিটি ক্যাম্পে গড়ে ১৫০জন রোগীর সেবা দেওয়া হচ্ছে। এপর্যন্ত ৮টি ক্যাম্পে ৮জন ঐইং অম আক্রান্ত রোগী সনাক্ত করা হয়। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদের সরকারী স্বাস্থ্য ক্লিনিকে রেফার করা হয় এবং শাখার স্বাস্থ্য কর্মীদের সোবর আওতায় রাখা হয়। গত এপ্রিল'১৬ মাসে চর কুকরী মুকরী শাখায় স্বাস্থ্য ক্যাম্পে রক্ত পরীক্ষাকালে কহিনুর বেগম (৪২) এর HBs Ag positive ধরা পড়ে, প্রত্যান্ত অঞ্চল হওয়ায় উপজেলা সরকারী হাসপাতালের সেবা নেওয়া সম্ভব হয় নাই এমতাবস্থায় কুকরী শাখার স্বাস্থ্য কর্মী চরফ্যাশন

চরউমেদ শাখার স্বাস্থ্য ক্যাম্পে আগতদের চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে।

সরকারী হাসপাতালের সাথে সমন্বয় করে রোগীর চিকিৎসা করেন পরবর্তীতে অক্টোবর'১৬ তারিখে পুনরায় রক্ত পরীক্ষাকালে নেগেটিভ হয়। বর্তমানে কহিনুর বেগম ভাইরাস মুক্ত সুস্থ জীবন যাপন করছেন এবং অন্যান্যরা চিকিৎসাধীন রয়েছে।

তথ্য সংরক্ষন

মে'১৭ ইং পর্যন্ত প্রকলেপর অধীনে ০৮টি স্বাস্থ্য ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি স্বাস্থ্য ক্যাম্পে আগতদের ডাটাবেজ করা হয়। তাদের শরীরের উচ্চতা, ওজন, বয়স নির্নয় করে পুষ্টি ও অপুষ্টি ও অধিক ওজন নির্নয় করে তাদের পরামর্শ প্রদান করা হয়। প্রতিটি সদস্যদের একটি কার্ড প্রদান করা হয় কার্ডে রক্তের গ্রুপ, উচ্চতা, ওজন, বয়স, বিএমআই ইত্যাদি তথ্য দেওয়া থাকে। তাছাড়াও অনুরুপ তথ্য শাখা অফিস পর্যায়ে সংরক্ষন করা হয়। এলাকার কোন মুমর্ষ রোগীর রক্তের প্রয়োজন হলে শাখা অফিসে এসে রক্তের গ্রুপ এবং ঐ রক্তের গ্রুপ কোন ব্যাক্তির আছে তা জানা যাবে। এই কার্ডটির মাধ্যমে পরবর্তী চেকআপে তার শরীর বৃত্তিয় পরিবর্তন সমুহ জানা যাবে।

সম্পাদকীয়

উজ্জীবিত বার্তা ১২তম সংখ্যা প্রকাশে যারা লেখা পাঠিয়ে এবং অন্যান্যভাবে সহযোগীতা করেছেন প্রোগ্রামের পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।